সংবাদ

তারিখ ০7 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারীর ইউপি ভবনের খোলা বারান্দায় চলছে বিদ্যালয়ের পাঠদান -সংবাদ

থানাঘাট আদর্শ প্রা. বিদ্যালয়

ভবন সংকটে ইউপি ভবনের বারান্দায় শিক্ষার্থীদের পাঠদান

প্রতিনিধি, ভুরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম)

প্রায় চার বছরের অধিক সময় ধরে ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে চলছে কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী উপজেলার থানাঘাট আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম।

সরেজমিনে দেখা গেছে, নিজস্ব ভবন না থাকায় পাথরডুবী ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের দ্বিতীয় তলার ক্ষুদ্র আয়তনের তিন কক্ষে চলছে বিদ্যালয়টির যাবতীয় কার্যক্রম। পাঠদান কার্যক্রম চলছে দুটি কক্ষ ও রেলিং ভাঙ্গা বারান্দায়। অন্য কক্ষটি ব্যবহৃত হচ্ছে প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষ কাম গুদাম ঘর হিসেবে। বিদ্যালয়টির ছাত্র-ছাত্রীর মোট ২০৩ জন। যার মধ্যে ছাত্র ৯৯ জন এবং ছাত্রী ১০৪ জন। প্রধান শিক্ষক ও ৪ জন শিক্ষিকা দিয়ে চলছে পাঠদান কার্যক্রম। বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক হামিদুল ইসলামের সাথে কথা বলে জানা গেছে, থানাঘাট আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে ১৯৯৩-১৯৯৪ সালে ৩ কক্ষ বিশিষ্ট এক তলা বিদ্যালয় ভবন নির্মিত হয়। ২০১০ সালের দিকে বিদ্যালয়টির ছাদ চুয়ে পানি পরা শুরু হয়। পানি পরার কারনে ছাদ ও বিম নষ্ট হয়ে খসে খসে পরায় বড় রকমের দুর্ঘটনা এড়াতে ২০১২ সালে বিদ্যালয় ভবনটিকে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন হিসেবে চিহ্নিত করে তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। নতুন ভবন নির্মানের অজুহাত দেখিয়ে দ্রুত ঝুঁকিপূর্ণ ভবনটি নিলামে বিক্রি করা হলে ২০১২ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে অদ্যবধি পাঠদান কার্যক্রম চলছে ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে।

জানা গেছে, বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমিটি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য উপর মহলে একটি প্রতিবেদনও প্রেরণ করেছিল। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও ভবন নির্মানের কোন উদ্যোগ অদ্যবধি পরিলক্ষিত হয় নাই। সাময়িক ভাবে পাঠদানের জন্য থানাঘাট বাজারের পরিত্যাক্ত হাট শেডে টিন দিয়ে বেড়া দিয়ে পাঠদান কার্যক্রম চালিয়ে যেতে বলা হয় উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। যদিও ইতোমধ্যে হাট শেডের ছাউনির ১০-১২টি টিনের বিভিন্ন স্থানে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। বারান্দার রেলিং ভাঙা থাকার কারণে কিছুদিন পূর্বে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী রাজিয়া খাতুন (১০) দোতলা থেকে পরে গিয়ে গুরুতর আহত হয়। বর্তমানে প্রধান শিক্ষকের কক্ষ কাম গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত ইউনিয়ন পরিষদের কক্ষটিরও ছাদ চুয়ে পানি পরে নষ্ট হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কাগজ পত্র সহ স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের বিস্কুট।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ক্ষোভের সাথে জানায়, পরিষদ ভবনের দরজা-জানালা ঠিক না থাকায় এবং মাঝে মধ্যেই দরজার তালা ভেঙ্গে অসভ্য প্রকৃতির লোকজন রাতের অন্ধকারে কক্ষগুলোতে তাস খেলে, মদ, গাঁজা, সিগারেট সেবনকরে মদের বোতল, গাঁজার পোটলা এবং সিগারেটের উচ্ছিষ্ট অংশ ফেলে কক্ষগুলো নোংরা করার পাশাপাশি চেয়ার,টেবিল ও বেঞ্চে মল ত্যাগ করে যা আদিম সভ্যতাকে হার মানিয়েছে। প্রতিনিয়তই সেগুলো পরিস্কার করতে হচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের। পর্যাপ্ত টয়লেট ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের পড়তে হচ্ছে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে। পরীক্ষার সময় গুলোতে কক্ষ স্বল্পতা ও পর্যাপ্ত বেঞ্চ না থাকায় মেঝেতে বসেই পরীক্ষা দিতে হয় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের। যা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এক সময় বিদ্যালয়টি পাথরডুবী ইউনিয়নের ১০টি বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। শুধুমাত্র ভবন না থাকায় কেন্দ্রটি অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদে ভিজিডি, ভিজিএফসহ অন্যান্য সুবিধাভোগীদের ব্যাপক সমাগমে সৃষ্ট কোলাহলেও পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হয় ঐ দিনগুলোতে। পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন অফিসের কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদ থেকেও বিদ্যালয়ের কার্যক্রম অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য তাগাদা দেয়া হচ্ছে। যার ফলে উদ্বিগ্ন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। বিদ্যালয়ের মোট জমির পরিমাণ ৩১ শতক। ভবন না থাকায় সে জমিও বেদখল প্রায়।

ভবন প্রসঙ্গে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মহসীন আলীর নিকট জানতে চাইলে তিনি জানান, 'বিষয়টি লিখিতভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে'।